কমপিউটার জগৎ-এর বাইশ বছরের পথরেখা

গোলাপ মুনীর

কমপিউটার জগৎ নিছক একটি পত্রিকাই নয়। এটি একটি আন্দোলনের নাম। 'একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন'– এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের কার্যত আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবেই ১৯৯১ সালের ১ মে এই পত্রিকাটির প্রকাশনার সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে তার জীবদ্দশায় তিনি পত্রিকাটি প্রকাশনা ও এর বাইরে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে পরিচালিত নানাধর্মী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যথাযথভাবেই প্রমাণ করে গেছেন– হ্যাঁ, একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন কিংবা আন্দোলনের হাতিয়ার।

১ মে, ১৯৯১। মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর জন্মদিন। সে হিসেবে আমাদের চলতি এপ্রিল ২০১৩ সংখ্যাটি মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর ২২তম বর্ষপূর্তি সংখ্যা। এর সূচনা সংখ্যা থেকে শুরু করে চলতি বর্ষপূতি সংখ্যা পর্যন্ত আমরা কমপিউটার জগৎ-এর ২৬৪টি সংখ্যা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছি। প্রতিমাসে সুদীর্ঘ ২২ বছর নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় স্বভাবতই আমাদের কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যে এক ধরনের গর্ব ও স্বস্তি কাজ করছে। কারণ, তথ্যপ্রযুক্তির মতো একটি বিষয়কে নিয়ে আমাদের মতো গরিব ও লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকা দেশে একটি পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করার কাজটা মোটেও সহজ কিছু ছিল না। আজকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও এ ব্যাপারে সচেতনতার মাত্রা যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, কমপিউটার জগৎ-এর সূচনা পর্বে তা কল্পনা করাও ছিল কষ্টসাধ্য। ফলে কমপিউটার জগৎকে এই ২২ বছরের পথ পরিক্রমায় নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে আজকের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছাতে হয়েছে। এখনো যে আমরা শুধু মসৃণ পথে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি, তা নয়। আজও আমাদেরকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে নতুন নতুন নানা চ্যালেঞ্জ। সুখের কথা, এ দেশের প্রযুক্তিপ্রেমী মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত কমপিউটার জগৎ সব চ্যালেঞ্জ পায়ে মাড়িয়ে এর এগিয়ে চলার পথ অব্যাহত রেখেছে। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ কমপিউটার জগৎ পরিবারের আন্তরিক প্রয়াস এবং এর লেখক, পাঠক, উপদেষ্টাবর্গ, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা এর ভবিষ্যৎ এগিয়ে চলাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হবে।

কমপিউটার জগৎ নিছক একটি পত্রিকাই নয়। এটি একটি আন্দোলনের নাম। 'একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন'– এই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ, এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের কার্যত আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবেই ১৯৯১ সালের ১ মে এই পত্রিকাটির প্রকাশনার সূচনা করেন। পরবর্তী সময়ে তার জীবদ্দশায় তিনি পত্রিকাটি প্রকাশনা ও এর বাইরে প্রচলিত সাংবাদিকতার অর্গল ভেঙে পরিচালিত নানাধর্মী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে যথাযথভাবেই প্রমাণ করে গেছেন– হ্যাঁ, একটি পত্রিকাই হতে পারে একটি আন্দোলন কিংবা আন্দোলনের হাতিয়ার।

আন্দোলনের শুরু

কমপিউটার জগৎ-এর প্রথম সংখ্যাটি পড়ার সুযোগ যাদের হয়েছে, তারা নিশ্চয় জানেন, আমরা সুস্পষ্টভাবে সে সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়েই এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আন্দোলনটা শুরু করতে সক্ষম হই। এই সূচনা সংখ্যাটিতে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' শীর্ষক দাবিধর্মী প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমেই কার্যত আমরা এ আন্দোলনের গোড়াপত্তন করি। কারণ, আমরা যথার্থ অর্থেই তখন উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম কমপিউটার প্রযুক্তি তথা তথ্যপ্রযুক্তি ধনী-গরিব, ছোট-বড় প্রতিটি দেশে যে অপার সম্ভাবনা নিয়ে আসছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক দৈন্য দূর করা সম্ভব। অতএব এ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। আর এ সুযোগকে যথার্থ অর্থে কাজে লাগাতে হলে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। সে উপলব্ধি সূত্রেই আমরা সবার আগে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' দাবিটিকে সামনে নিয়ে আসি। কোনো অসার কল্পনার ভেলায় ভেসে আমরা এ দাবি নিয়ে আমাদের আন্দোলনের সূচনা করিনি। বরং এর পেছনে কাজ করেছে আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আর এ বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল নির্মম বাস্তবতা। আমরা বাস্তবতার আলোকেই তখন দেয়েছি– এ দেশে প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সুযোগ ও অধিকারের মতোই কমপিউটারের বিস্তারও সীমিত হয়ে পড়েছিল মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ও শৌখিন কিছু মানুষের মধ্যে। মেধা, বুদ্ধি, ক্ষিপ্রতায় অনন্য এ দেশের সাধারণ মানুষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শানিত করে তুলতে পারলে এরাই চলমান সম্পদ-জীবন ও বিবেকবিনাশী জীবনধারা বদলে দিতে পারে। তখন আমরা আরো দেখেছি– ইরি ধানের বিস্তার, পোশাক শিল্প ও হালকা প্রকৌশল শিল্পে সাধারণ মহিলারা ও কর্মজীবী যুবক-তরুণেরা সৃষ্টি করেছে এক অবাক বিস্ময়। একই বিস্ময়, বরং ভালো তার চেয়ে চমৎকার বিস্ময় সৃষ্টি করা যেতে পারে এদের দিয়ে কমপিউটার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে। তাই তো আমাদের সহজ সরল সাদামাটা দাবি– 'জনগণের হাতে কমপিউটা চাই'। আজ ২২ বছর পেরিয়ে বাংলাদেশ যে এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বাস্তবতা প্রমাণ করে আমাদের এ দাবিটি ছিল কতটা যথার্থ। আজ আমরা চোখের সামনেই দেখছি, জনগণের হাতে কমপিউটার যতটুকুই পৌঁছেছে, তা থেকে আমরা বিস্ময়কর অনেক কিছু পাচ্ছি। আর আন্দাজ-অনুমান করতে পারছি, সামগ্রিকভাবে জনগণের হাতে কমপিউটার তুলে দেয়ার কাজটি শতভাগ নিশ্চিত করতে পারলে কী বিস্ময়কর ফলটাই না আমরা পেতে পারতাম।

অব্যাহত আন্দোলন-সংগ্রাম

'জনগণের হাতে কমিপউটার চাই'– দাবিধর্মী এ স্লোগানটি তুললেই জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছে যাবে, তেমনটি হওয়ার নয়। তেমনটি ভাবাও ঠিক নয়। এ দাবি আদায়ে চাই রীতিমতো অব্যাহত লড়াই। এ লড়াই পথের বাধা দূর করার লড়াই। আমরা দেখলাম কমপিউটার ও কমপিউটার যন্ত্রের ওপর বর্ধিতমাত্রায় করারোপের বিষয়টি আসলে জনগণের হাতে কমপিউটার না পৌঁছার অন্যতম একটি প্রধান কারণ। যখন কমপিউটার জগৎ-এর দ্বিতীয় সংখ্যাটি বের করার প্রস্তুতি চলছিল, তখন আমরা জানতে পারলাম বাজেটে কমপিউটার ও কমপিউটার পণ্যের ওপর কর বসাবে সরকার। সাথে সাথে আমরা দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম করি : 'ব্যর্থতা বা বর্ধিত ট্যাক্স নয়, জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে কমপিউটার ও কমপিউটার ▸

পণ্যের ওপর কর বসানোর বিরোধিতা করে লিখলাম– 'বাজেট আসছে ১২ জুন। ৯২০০ কোটি টাকার রাজস্ব বাজেটের প্রায় সবটাই অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়ে যাবে। এ অর্থ জোগাতে হবে কর ও বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে। নতুন বাজেটে বর্ধিত কর হবে ৭০০ কোটি টাকা। এবার কমপিউটার, বিশেষ করে এর সংযোজন শিল্পের ওপর করের হার বাড়ানো হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এতদিন কমপিউটারের ওপর করহার কম ছিল। গত বছর এর ওপর কর বাড়ানোর পর আবার দাবির মুখে কমাতে হয়েছিল। ভারতের পশ্চিম বাংলায় কমপিউটার কিনতে কর অব্যাহতি দেয়া হয়। এর ফলে গত বছর সেখানে ৭০০০ কমপিউটার বিক্রি হয়েছিল। বাংলাদেশে কমপিউটারের ব্যবহার প্রসারের জন্য এ ধরনের পদক্ষেপ দরকার। তাই কমপিউটারের ওপর কর বাড়ানোর খবর জানতে পেরে কমপিউটার জগৎ উৎকণ্ঠিত। কর বাড়ালে কমপিউটারের দাম বাড়বে। এর স্বাভাবিক প্রসার থেমে যাবে। অতএব এখনই থামাতে হবে কমপিউটার ও কমপিউটার পণ্যের ওপর কর বসানো। জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছাতে হলে এর বিকল্প নেই।

প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যাটি বের করি ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে। সে সংখ্যাটিতে আবারও প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনামে দাবি তুলি 'জনজীবনের ভিত্তিমূলে কমপিউটার চাই'। সেখানে আমরা অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদের নীতি-নির্ধারকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তৎকালে বিদ্যমান বাস্তবতা দেখিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালাই। আমরা তখন লিখি– 'তথ্য-ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে প্রয়োজন কমপিউটারের ব্যবহার। সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে তা যতখানি কাজে লাগানো যেত, এ দেশে এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও লাগানো হয়নি। কিন্তু এ সুযোগ কাজে লাগিয়েছে ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড। জনজীবনের ভিত্তিমূলে মেধাবী হাতিয়ার কমপিউটারকে এ শতাব্দীর মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য বাংলাদেশে চাহিদা, মেধা ও কৌশলের কোনো অভাব নেই। এখন প্রয়োজন সরকারের নীতিনির্ধারক মহল, প্রশাসন ও বিজ্ঞানীদের সমন্বিত প্রয়াস গড়ে তোলার সঠিক কার্যক্রম, নির্দেশনা ও পরিকল্পনা।'

অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের

এসব তাগিদের পরও জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বাধা থেমে যায়নি। সে ব্যাপারে আমাদেরকে তাই সচেতন থাকতে হয়েছে। সে সচেতনতা সূত্রে ১৯৯৪ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আবার আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপতে হলো 'কমপিউটারের ওপর ট্যাক্সের খড়্গ' শিরোনামে। সে প্রতিবেদনেও আমাদেরকে প্রয়োগ করতে হলো এ নিয়ে কঠোর ভাষা : 'কমপিউটার যখন বাংলাদেশে গতি লাভ করছে, তখন সরকারের ভাবমূর্তিটা ভয়ঙ্কর। সরকার প্রসারমান ও বিকাশমান কমপিউটারের ওপর ট্যাক্সের খড়্গ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের শুল্ককর্তাদের ট্যাক্সের খড়্গ যত নির্মম, তার চেয়েও নির্মম তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত, নয়তো ইচ্ছাকৃত হয়রানি। নিয়ত মূল্যপতনের ৫০০ ডলারের তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যে এরা শুল্ক বসিয়েছেন ১৩০০ ডলার। কমপিউটারের ডাটা কার্ট্রিজ যে বন্দুকের অগ্নিস্রাবি কার্তুজ নয়, এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় আমদানিকারকদের ওপর। ইউপিএসকে এরা ব্যাটারির শ্রেণীতে ফেলেন। উন্নত এ প্রযুক্তির আগমন ও প্রসারের পথে সরকারের সহায়তার বদলে নির্মম প্রতিবন্ধকতাই এখনকার সরকারি ভূমিকার মূল দিক।' এভাবে যখন আমরা টের পেয়েছি সরকার জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছানোর পথে বাধা সৃষ্টি করার পদক্ষেপ নিয়েছে, তখনই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি। কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠকমাত্রই এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত। পাঠক সাধারণ নিশ্চয়ই জানেন সংশ্লিষ্ট সবার দীর্ঘদিনের দাবি ও কমপিউটার জগৎ-এর ব্যাহত তাগিদের প্রেক্ষাপটে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাজেটে কমপিউটার ও কমপিউটার যন্ত্রাংশের ওপর থেকে ভ্যাট ও শুল্ক মওকুফ করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্য নিয়ে সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে জাতীয় জীবনে এর প্রতিক্রিয়া এবং ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় তুলে ধরে আমরা ১৯৯৮ সালের জুলাই সংখ্যায় 'খুলে যাচ্ছে সম্ভাবনার স্বর্ণদুয়ার' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করি।

আপনারা জানেন, ১৯৯২ সালের নভেম্বরে কমপিউটার জগৎ 'বিশ্বজোড়া ফাইবার অপটিক ক্যাবল বাংলাদেশের কাছ দিয়ে যাচ্ছে' শিরোনামে একটি খবর ছাপে। এতে বলা হয়েছিল, 'ফাইবার অপটিক লিঙ্ক অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব' নামে বিশ্বজুড়ে যে ফাইবার অপটিক ক্যাবল বসানো হচ্ছে, এর সংক্ষিপ্ত নাম ফ্ল্যাগ (FLAG)। জাপান থেকে যুক্তরাজ্যের লন্ডন পর্যন্ত স্বচ্ছ তারের এই টেলিযোগাযোগ লাইন ১৫ হাজার মাইল দীর্ঘ। কক্সবাজারের সামান্য দূর দিয়ে তা যাবে। বিশ্বের ১৪টি দেশের মধ্যে তা সংযোগ গড়ে তুলবে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে এই ক্যাবল চালু হলে প্রতিসেকেন্ডে ৫ গিগবাইট তথ্য দেয়া-নেয়া করা যাবে। এ প্রকল্পে ব্যয় হবে ১০০ কোটি ডলার।

এরপরেও কমপিউটার জগৎ এই ফাইবার অপটিক ক্যাবল নিয়ে নিয়মিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ও কয়েকটি তথ্যসমৃদ্ধ লেখা প্রকাশ করে এই সুযোগকে কাজে লাগানোর তাগিদ দেয়। সর্বোপরি কমপিউটার জগৎ ১৯৯৩ সালের ৩ অক্টোবর এর সংবাদ সম্মেলনে কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতাও এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ অধ্যাপক আবদুল কাদের জোরালোভাবে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের অদূরে সাগরতল দিয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক ফাইবার অপটিক ক্যাবল যাচ্ছে। ফ্ল্যাগ নামের এ প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করার জন্য সাহায্যদাতা দেশগুলোর বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সহায়তা চাওয়া দরকার। এবং আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় এ অবকাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।' কিন্তু আমাদের সরকারগুলোর নানা ব্যর্থতার কারণে সুদীর্ঘ দেড় দশক পড়ে আমরা বিপুল পরিমাণ অর্থ গচ্চা দিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ফাইবার অপটিক ক্যাবলে সংযুক্ত হলাম। সংযুক্ত হওয়ার পর আসে আরও নানা প্রশ্ন। সেসব প্রশ্ন তুলে ধরে ২০০৬ সালের মার্চ সংখ্যায় আমাদেরকে নিয়ে আরও একটি দাবিধর্মী প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপতে হলো। এর শিরোনাম ছিল : 'সাবমেরিন ক্যাবল হোক বিটিটিবি'র নিয়ন্ত্রণমুক্ত।'

এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার স্বার্থে কমপিউটার জগৎকে এ দেশে সর্বপ্রথম দাবি তুলতে হলো 'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট' সম্পর্কে। এই শিরোনামে ২০০৩ সালের অক্টোবর সংখ্যায় আমরা একটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে এ দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরি। তখন আমরা এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করি : 'সন্দেহ নেই, আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইটের প্রয়োজন আছে। ইন্টারনেট

ব্যবহারের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে বৈধ আইএসপি'র সংখ্যা কমপক্ষে ৭০টি। এর মধ্যে সেরা দশটি আইএসপি গড়পড়তা ব্যবহার করছে ৩ এমপিবিএস ব্যান্ডউইডথ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের চাহিদা সর্বনিম্ন ৯০ এমপিবিএস। সর্বোচ্চ ১৫০ এমপিবিএস। ১ মে.বা. একমুখী ব্যান্ডউইডথ কিনতে খরচ পড়ে ৪ হাজার ডলার। সে হিসেবে এর পেছনে আমাদের প্রতিমাসে খরচ ৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার থেকে ৬ লাখ ডলার। এদিকে দিন দিন বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারের পরিধি। ফলে সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খরচ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে টানাপড়েন যাই থাক, এই বাড়তি খরচ জোগানো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এছাড়া একেকটি টিভি চ্যানেলের জন্য মাসে দরকার ৩ এমপিবিএস ব্যান্ডইউডথ। ৬ এমপিবিএস দরকার ভালো কোয়ালিটির ভিডিও'র জন্য। সে মতে টিভি চ্যানেলগুলোর জন্যও দরকার প্রচুর ব্যান্ডইউডথ। সময়ের সাথে বাড়ছে টিভি চ্যানেল। অতএব প্রয়োজন হবে আরও বাড়তি ব্যান্ডউইডথ। এসব বিবেচনায় আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এভাবে যখন কোনো দাবি তুলেছি, তখনই আমরা আমাদের লেখালেখি ছাড়াও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সংবাদ সম্মেলন, সংশ্লিষ্টজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে দাবি সম্পর্কে যুক্তি তুলে ধরার জন্য ছিলাম বরাবর সচেতন। কারণ, তথ্যপ্রযুক্তির আন্দোলনকে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করানোটাই হচ্ছে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে কমপিউটার জগৎকে ব্যবহার করেছি এবং করছি আন্দোলনের একটি মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে। যতদিন কমপিউটার জগৎ এর অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবে, ততদিন সে লক্ষ্যে আমরা থাকব অবিচল, অনড়।

বাংলাভাষা নিয়ে অনন্য এক আন্দোলন

কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে আমাদেরকে কার্যত আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়েছে অব্যাহতভাবে। অব্যাহতভাবে এ ব্যাপারে যাকে যখন যে তাগিদটি দেয়া দরকার সে তাগিদটি দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করিনি। আর আমরা মোটামুটিভাবে ভাষার মাস ফেব্রুয়ারিকেই বেছে নিয়েছি কমপিউটারে বাংলাভাষা প্রয়োগের বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় আলোকপাত করার জন্য। কমপিউটারে বাংলাভাষার ব্যাপক ব্যবহার যাতে ত্বরান্বিত হয় সে দাবি, সে তাগিদই রয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনগুলোতে। সবিশেষ উল্লেখ্য, চলতি বছরের কমপিউটার জগৎ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি ছিল বাংলাভাষাকেই অনুষঙ্গ করে। এর শিরোনাম ছিল 'উদাসীনতায় তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলার জয়রথ'। এ প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগের সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়ার চেষ্টা করি। তাছাড়া পাশাপাশি এ সংখ্যাটিতে 'আমার বর্ণমালা, দুঃখিনী বর্ণমালা' শীর্ষক আরেকটি লেখা প্রকাশ করি একই তাগিদ নিয়ে।

যারা কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠক তারা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন এই ২২ বছরে সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব ফেব্রুয়ারি মাসটিতেই প্রচ্ছদ প্রতিবেদন নিয়ে হাজির হয়েছি বাংলাভাষা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা শুরুর পর আমাদের সামনে প্রথম আসে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসটি। ওই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা যে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি ছাপি তার শিরোনাম ছিল : 'কমপিউটারে বাংলা, সর্বস্তরে আদর্শ মান চাই'। পরের বছর ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বদলে জানুয়ারি মাসেই বাংলাভাষা সম্পর্কিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি প্রকাশ করি। এর শিরোনাম ছিল : 'বাংলা একাডেমীর হাতে বিপন্ন বাংলা'। তখন দেশে কমপিউটার বাংলা কীবোর্ড লে-আউট প্রমিত করার ব্যাপারে একটি কমিটি থাকলেও দীর্ঘ ৬ বছর কাজ করার পর কমিটি যখন একটি কীবোর্ড প্রণয়নে ঐকমত্যে পৌঁছে, তখন বাংলা একাডেমী একটি বিপণন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশে ওই ব্যবসায়ীর কীবোর্ড বিন্যাস আদর্শ হিসেবে ধরে। এতে সচেতন নাগরিকদের অনেকেই বিক্ষুব্ধ হন। এর বিস্তারিত তুলে ধরেই ছিল এ প্রতিবেদন। প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯৯৩ সালের আগস্ট সংখ্যাতেই আমাদের সরব হতে হলো বাংলাভাষার বিষয়টি নিয়ে। এ সংখ্যাতে ছাপতে হলো– 'বিবিসি'র পোস্টমর্টেম : বাংলাদেশের বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি। এ প্রতিবেদনটিতে আমরা

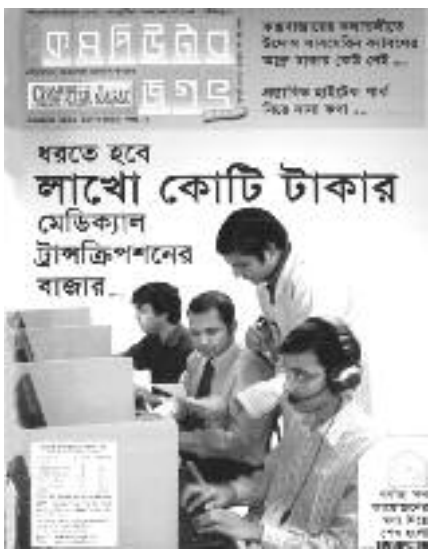

দেশবাসীকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবহিত করি। কমপিউটারে বাংলা বর্ণমালা ও স্বরচিহ্নগুলোর তথ্য বিনিময় কোড প্রমিত করার কাজ শুরু হয় ১৯৮৭ সালে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির গৌরবদৃপ্ত বাংলাদেশের বাংলাভাষার বর্ণমালার ও তথ্য বিনিময় কোড প্রমিত করার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন লাভের চূড়ান্ত সাফল্য পায় ভারত। এ ক্ষেত্রে আমাদের অমার্জনীয় অবহেলার কথা রয়েছে এই প্রতিবেদনে। ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করি 'অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশের বাংলা' শিরোনামে। প্রমিত কীবোর্ড ও তথ্য বিনিময়ে বাংলা ব্যবহারের জটিলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্দেশ ছিল এ প্রতিবেদনে। পরের বছর ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় কমপিউটার জগৎ-এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল : 'বাংলাদেশে বাংলা সফটওয়্যার, সফটওয়্যার বাণিজ্য'। এ প্রতিবেদনের অনুষঙ্গও যে বাংলাভাষা, তা শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট। বাংলা সফটওয়্যার উদ্ভাবন ও প্রয়োগের তাগিদই এ প্রতিবেদনের মুখ্য বিষয়। এর তিন মাস পরেই মে সংখ্যায় আবার আমরা প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করি 'কমপিউটার ও বাংলাভাষা' শিরোনাম দিয়ে। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা বাংলাভাষা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করি। এর শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের বাংলা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে আছে কি?'। তখন উইন্ডোজে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা তথ্য বিনিময় কোড নিয়ে এক ধরনের জটিলতা বিদ্যমান ছিল। এ জটিলতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে একজন আইএমও কর্মকর্তা ও একজন ভাষা গবেষকের আশ্বাসের প্রেক্ষাপটে সরকার উদ্যোগী হয়। সেসব বিষয়ই ছিল এ প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য। ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যায় ছাপা হয় 'বাংলাভাষার বিশাল তথ্যপ্রযুক্তি বাজার' শীর্ষক প্রতিবেদন। বাংলা সফটওয়্যার, বাংলা কীবোর্ড, টেলিভিশন অনুষ্ঠান, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার, কমপিউটার গেম, ডিজিটাল বই, মুদ্রণ ও প্রকাশনার ইত্যাদি খাতে বাংলাভাষার বিশাল বাজারের সম্ভাবনা তুলে ধরা হয় এ প্রতিবেদনে। এর পরের মাস এপ্রিল সংখ্যায় 'ইউনিকোড ও বাংলাভাষা' শীর্ষক একটি ▸

সুদীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপা হয়। এতে বাংলাভাষাকে ইউনিকোডভুক্ত করার তাগিদটাই ছিল মুখ্য। ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমরা 'বাংলা কমপিউটিংয়ের দুরবস্থা এবং বায়োসের উদ্যোগ' শিরোনামে প্রকাশিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে তথ্যপ্রযুক্তিতে পরনির্ভরশীলতা, পাইরেটেড বিদেশী সফটওয়্যার, তৎকালে বিদ্যমান ভাষা আন্দোলন, মুক্ত উৎস মুক্তির স্বাদ, তৃতীয় বিশ্বে মুক্তির স্বাদ, বায়োসের আত্মপ্রকাশ ও বাংলাভাষাসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় তুলে ধরা হয়। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বাংলায় আইসিটি'। এ প্রতিবেদনে আমাদের মুখ্য তাগিদ ছিল শিক্ষার প্রসার, গরিবতার অবসান আর শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নের জন্য চাই আইসিটিতে বাংলার ব্যাপক ব্যবহার। পরের বছর ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলা কমপিউটিং'। এ প্রতিবেদন ছিল বাংলাভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি মূল্যায়ন। দিকনির্দেশনা ছিল– কী করে সব ব্যর্থতা কাটিয়ে আমাদের সাফল্যের পাল্লা আরও ভারি করে তুলতে পারি। ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এসে আমাদেরকে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় 'কমপিউটারে বাংলাভাষার প্রয়োগ : প্রয়োজন আরও জোরালো গবেষণা' শিরোনামে। এতে আমাদের তাগিদ ছিল তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষার প্রয়োগ ও যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ের সমন্বিত উদ্যোগ। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়ও আমরা প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে নিয়ে আসি বাংলাভাষাকে 'ডিজিটাল যন্ত্রে কেমন আছে বাংলাভাষা' শিরোনামের আওতায়। এখানেও সে সময়ের পরিস্থিতি তুলে ধরে আমাদের তাগিদ ছিল ডিজিটাল যন্ত্রে বাংলাভাষার অবস্থানকে শক্ত করার লক্ষ্যে সরকারের নীতিনির্ধারক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, তরুণ উদ্যোক্তা এবং গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সবার সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

এর পরের বছরগুলোতেও বাংলাভাষার যথাযোগ্য স্থান নিশ্চিত করার আন্দোলনে থেকেছি অবিচল। পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলাভাষা নিয়ে আমাদের তৈরি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনগুলো সে সাক্ষ্যই বহন করে। ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বাংলা কমপিউটিং ও আমরা'। ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'বাংলা কমপিউটিংয়ে গবেষণা'। এছাড়াও এ সংখ্যাটিতেই বাংলাভাষা ও প্রযুক্তি বিষয়ে ছাপা আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা : 'কমপিউটিংয়ে বাংলা ধ্বনির প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশে বাংলাভাষার সঙ্কট'। ফেব্রুয়ারি ২০১০ সংখ্যায় ছাপা আমাদের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'আইসিটি এবং আমাদের বাংলাভাষা'। ফেব্রুয়ারি ২০১১ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটিও ছিল বাংলাভাষাসংশ্লিষ্ট আর শিরোনামটি ছিল 'বাংলা কমপিউটিং এবং কয়েকটি বাংলা সফটওয়্যার'। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যা প্রকাশ করতে গিয়েও আমরা ভুলিনি আমাদের মায়ের ভাষা, প্রাণের ভাষা,

গানের ভাষা, গর্বের ভাষা বাংলাকে। এ সংখ্যাটিতে আমরা বাংলাভাষাকে অনুষঙ্গ করে প্রচ্ছদের শিরোনাম করেছি 'বাংলা কমপিউটিংয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অবদান'। চলতি ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় যে একই ধারা অব্যাহত ছিল সে কথা এ লেখার এ উপ-শিরোনামাংশের শুরুতেই জানিয়েছি।

আমাদের বিশ্বাস এতক্ষণে এটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন, বাংলাভাষাকে বিশ্ব তথ্যপ্রযুক্তির জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমাদেরকে কিভাবে লেগে থাকতে হয়েছে। এজন্য সময়ে সময়ে যে তথ্যটুকু সবাইকে জানানোর দরকার জানাতে কমপিউটার জগৎ যেমনি সচেষ্ট রয়েছে, তেমনি যাকে যখন যে তাগিদ বা ধাক্কাটুকু দিতে হয়েছে, তা দিয়েছে। আমাদের সে তাগিদ কখনও কাজে এসেছে, কখনও সফলতা পায়নি। তারপরও সান্ত্বনা তথ্যপ্রযুক্তি জগতে বাংলাভাষার বিচরণ থেমে থাকেনি। তাতে কাঙ্ক্ষিত গতি না এলেও গতি পেতে শুরু করেছে। অনেকে এগিয়ে এসেছেন। গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন কমপিউটিংয়ের জগতে বাংলাভাষাকে যথার্থ স্থানে নিয়ে দাঁড় করাতে।

যখন যে দাবি তোলা প্রয়োজন

আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নকে একটি যৌক্তিক

পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করানো। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই ২২ বছরে যখন যে দাবিটি তোলা প্রয়োজন, সে দাবি তোলায় আমরা কখনও কুণ্ঠাবোধ করিনি। যেমন আমরা দাবি তুলেছি– জনগণের হাতে কমপিউটার চাই, সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তি চাই, শুল্কমুক্ত কমপিউটার চাই, এ দেশের মানুষ ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি সুফল ভোগ করার জন্য কার্যকর ই-গভর্ন্যান্স চাই, বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট, সস্তায় ইন্টারনেট চাই, ভিওআইপি উন্মুক্ত করা চাই, বাংলাদেশে সর্বস্তরে কমপিউটারায়ন চাই, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ চাই, আইটি পার্ক চাইসহ এমনি আরও নানা দাবি। এ ধরনের দাবি যেমনি আমরা তুলে ধরেছি আমাদের লেখালেখির মাধ্যমে, তেমনি সংবাদ সম্মেলন ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে। এখানে কয়েকটি দাবিধর্মী প্রচ্ছদ কাহিনীর উল্লেখ করতে চাই, যা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

মে, ১৯৯১ : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। জুন, ১৯৯১ : 'বর্ধিত ট্যাক্স নয় জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। জুলাই, ১৯৯১ : 'কমপিউটারবিরোধী ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন, জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। ডিসেম্বর, ১৯৯১ : 'জনজীবনের ভিত্তিমূলে কমপিউটার চাই'। ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ : 'কমপিউটারে বাংলা। সর্বস্তরে আদর্শ মান চাই'। নভেম্বর, ১৯৯৩ : 'সুবিচার ত্বরান্বিত করার জন্য চাই কমপিউটার'। জুলাই, ১৯৯৪ : 'স্ট্যাটাস সিম্বল নয়, জনগণের হাতে দিন সেল্যুলার ফোন'। আগস্ট, ১৯৯৬ : 'অবিলম্বের সফটওয়্যার ও প্রযুক্তি উদ্যান চাই'। অক্টোবর, ২০০৩ : 'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই'। মার্চ, ২০০৪ : 'বাংলাদেশে মোবাইল ফোন : চাই স্বচ্ছতা ও নির্ভেজাল সেবা'। ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ : 'কমপিউটারে বাংলাভাষার প্রয়োগ, চাই আরো জোরালো গবেষণা'। মার্চ, ২০০৬ : 'সাবমেরিন ক্যাবল হোক বিটিটিবি'র নিয়ন্ত্রণমুক্ত'।

আমরা গড়ে তুলেছি বৃহত্তম বাংলা আইটি পোর্টাল

২০০৯ সালের ২৫ এপ্রিল মাসিক কমপিউটার জগৎ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল www.comjagat.com-এর বেটা ভার্সন। এটি বাংলা ও ইংরেজিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আইটিবিষয়ক ওয়েব পোর্টাল। এতে পাওয়া যাবে কমপিউটার জগৎ-এ বিগত ২২ বছরে প্রকাশিত সব লেখা। লেখাগুলো আর্কাইভ করা আছে এ ওয়েব পোর্টালে। এই ওয়েব পোর্টালটি কাজ করছে এ দেশের প্রযুক্তিপ্রেমীদের একটি প্লাটফরম হিসেবে। যেকেউ চাইলে কমপিউটার জগৎ-এ প্রকাশিত সব পুরনো ও নতুন লেখাই বিনা খরচে পড়া ও ডাউনলোড করতে পারবেন। কেউ চাইলে নিজের লেখাও এ পোর্টালে পোস্ট করতে পারবেন। তথ্যপ্রযুক্তি জগতের খবর, নতুন পণ্যের খবর, চাকরির খবরসহ আরও নানাধর্মী তথ্য ও খবর এ পোর্টাল থেকে জানার সুযোগ রয়েছে। নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইল তৈরি এবং অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠিতব্য অনুষ্ঠানের খবর প্রকাশ করা যাবে এ পোর্টালে। ▶

আমাদের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন

০১. কমপিউটার জগৎ এ দেশের প্রথম বাংলা তথ্যপ্রযুক্তি সাময়িকী। ০২. আমরাই এ দেশে প্রথম দাবি তুলি– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। ০৩. আমরা ১৯৯১ সালে সবার আগে ডাটা এন্ট্রির সম্ভাবনার কথা তুলে ধরি। ০৪. কমপিউটারে বাংলাভাষা ব্যবহারের বিষয়টি সর্বপ্রথম দেশবাসীকে জানাই ১৯৯২ সালের জানুয়ারি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে। ০৫. ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে আয়োজন করি দেশের প্রথম প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। ০৬. ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে কমপিউটারের দাম কমানোর প্রথম দাবি তুলি। ০৭. ১৯৯২ সালের ২৮ ডিসেম্বর আয়োজন করি দেশের প্রথম কমপিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। ০৮. ১৯৯৩ সালে চালু করি প্রযুক্তি ক্ষেত্রে 'বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব' ও বছরের সেরা 'পণ্য পুরস্কার'। ০৯. ১৯৯৬ সালের ২৫ জানুয়ারি আয়োজন করি দেশের প্রথম 'ইন্টারনেট সপ্তাহ'। ১০. ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে চালু করি দেশের প্রথম 'বিবিএস তথ্য বুলেটিন বোর্ড সার্ভিস'। ১১. ১৯৯২ সালে গ্রামের ছাত্রদের জন্য চালু করি 'কমপিউটার পরিচিতি কর্মসূচি'। ১২. ২০০০ সালের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম দাবি তুলি 'বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট চাই'। ১৩. ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আয়োজন করি 'দেশের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা'।

আমরা বলেছি সম্ভাবনার কথাও

তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের সামনে হাজির করেছে অপার সম্ভাবনার কথা। এ সম্ভাবনাকে যে দেশ, যে জাতি, যে ব্যক্তি যত বেশি কাজে লাগাতে পেরেছে, সে অনুযায়ী হাতের মুঠোয় পেয়েছে সাফল্য। এ সত্যকে মাথায় রেখে কমপিউটার জগৎ তথ্যপ্রযুক্তি জগতের যে সম্ভাবনার হাতছানি উপলব্ধি করেছে, দেশের মানুষকে সে সম্ভাবনার কথা জানাতে সচেষ্ট থেকেছে।

নব্বইয়ের দশকের শুরুর বছরটিতে যখন আমরা কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা শুরু করি, তখনই আমরা লক্ষ করেছি ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পের অপার সম্ভাবনা আমাদের সামনে। তখনই আমরা তাগিদ অনুভব করি এ সম্ভাবনার কথা আমাদের দেশবাসীকে জানাতে হবে। কারণ, সে সময়ে বাংলাদেশের মানুষ ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার বিপণনের বিষয়ে তেমন কোনো ভাবনা-চিন্তাই করত না। সে তাগিদ থেকে কমপিউটার জগৎ কার্যত শুরু করে ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার বিপণনের সম্ভাবনা তুলে ধরার আন্দোলন। শুরু হয় এ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি। এ নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদনও আমরা প্রকাশ করি। তেমনি কয়েকটি লেখা/প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মধ্যে রয়েছে : ১৯৯১ সালের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডাটা এন্ট্রি : অফুরন্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ' শীর্ষক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, পরবর্তী নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডাটা এন্ট্রি : সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক জরিপভিত্তিক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন, পরের মাস ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডাটা এন্ট্রি : গড়ে উঠুক নতুন শিল্প' শীর্ষক তাগিদমূলক প্রতিবেদন, ১৯৯২ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 'ডাটা

এন্ট্রি ও সফটওয়্যারের মধ্যবর্তী কাজ' শীর্ষক প্রতিবেদন, ১৯৯২ সালের জুলাই সংখ্যায় 'ছয় লাখ কোটি টাকার সফটওয়্যার বাজার' শীর্ষক প্রতিবেদন, ১৯৯৪ সালের মার্চ সংখ্যায় 'অফুরন্ত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে বাংলাদেশ', একই বছরের মে সংখ্যায় 'বিশ্ব সফটওয়্যার বাজার ও আমরা' শীর্ষক লেখা এবং আরও অনেক লেখালেখি। এসব লেখালেখি আমরা শুধু ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনার মধ্যে সীমিত রাখিনি। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অন্যান্য খাতের সম্ভাবনাও আমরা তুলে ধরার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর বিস্তারিতে যাওয়ার কোনো অবকাশ এ লেখায় নেই।

ই-বাণিজ্য মেলা আন্দোলনের সর্বসাম্প্রতিক পর্ব

বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য মেলা সম্পর্কে সামগ্রিক জনসচেতনতা করার বিষয়টিকে আমরা গ্রহণ করেছি আন্দোলনের সর্বসাম্প্রতিক পর্ব হিসেবে। আমরা দেখেছি, বাংলাদেশে ই-বাণিজ্য নিয়ে নব্বইয়ের দশকে বিভিন্ন উদ্যোগ শুরু হলেও ইন্টারনেটে অর্থ লেনদেনের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় এসব উদ্যোগ খুব একটা সফলতা পায়নি। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইন্টারনেটের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করার অনুমতি দিলে বাংলাদেশে ই-বাণিজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে একটি বিশাল বাধা দূর হয়। বাংলাদেশে

বেশ কয়েকটি ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। তারপরেও ইন্টারনেটে কেনাকাটায় সাধারণ মানুষ তেমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। এ ক্ষেত্রে রয়েছে সামগ্রিক জনসচেতনতার অভাব। সে অভাব দূর করার মানসে ও এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতার লক্ষ্যে কমপিউটার জগৎ গত ৭, ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারি এ দেশে প্রথমবারের মতো তিন দিনব্যাপী ঢাকায় ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে। 'ঘরে বসে কেনাকাটার উৎসব' স্লোগান নিয়ে আয়োজিত মেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশী-বিদেশী ই-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্য প্রদর্শন করে। মেলায় দর্শক সমাগমও ঘটে আশানুরূপ। মেলায় পণ্য ও সেবা প্রদর্শনের বাইরে বিভিন্ন সেমিনারেরও আয়োজন ছিল। এসব সেমিনারে সম্মানিত আলোচকরা ও ই-বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশে ই-কমার্স খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। প্রথমবারের মতো এই ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজিত হলেও সার্বিক বিবেচনায় তা যথার্থ অর্থেই ছিল একটি সফল প্রযুক্তিমেলা।

ঢাকায় আয়োজিত ই-বাণিজ্য মেলার সফলতা সূত্রে আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি সারাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ই-কমার্স সম্পর্কে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে দেশের সব বিভাগীয় শহরে ধারাবাহিকভাবে ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজনের। এরই ধারাবাহিকতায় ৪, ৫ ও ৬ এপ্রিল সিলেটে আমরা আয়োজন করেছি বিভাগীয় শহর পর্যায়ের প্রথম ই-বাণিজ্য মেলা। সব বিভাগীয় শহরে ই-বাণিজ্য মেলা আয়োজন সম্পন্ন না করা পর্যন্ত আমাদের এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। আমরা আশাবাদী, এসব ই-বাণিজ্য মেলা যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারলে ই-বাণিজ্য সম্পর্কে বাংলাদেশের জনসাধারণ ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে সচেতনতার পারদ-মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে যাবে। তখন ই-বাণিজ্য খাতে বিদ্যমান সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারব। এর ফলে ই-বাণিজ্য আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

প্রসঙ্গত, এসব মেলা আয়োজনের পাশাপাশি কমপিউটার জগৎ বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে দেশবাসীকে ই-কমার্স সম্পর্কে সচেতন করে তোলার উদ্যোগ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবে। কমপিউটার জগৎ এর ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনী ছেপেছে ই-বাণিজ্য বিষয়টিকে অনুষঙ্গ করে।

দেশবাসীর কাছে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ

কমপিউটার জগৎ একটি প্রতিশ্রুতির নাম। এ প্রতিশ্রুতি তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সামনে এগিয়ে নেয়ার। সে লক্ষ্য অর্জনের পথে যত বাধা আসবে, সে বাধা পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি পূরণে অতীতে আমরা ছিলাম অবিচল। কমপিউটার জগৎ-এর ২২ বছর পূর্তিতে তাই আমরা নবায়ন করছি সে লক্ষ্যে অবিচল থাকার অঙ্গীকার। মহান আল্লাহ সে অঙ্গীকার পূরণে আমাদের সবার সহায় হোন কজ